বাংলাদেশকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে

আরিফুর রহমান খাদেম

হায়রে বাংলাদেশ! একি হলো! ১৬ কোটি মানুষ এভাবে কষ্ট পাবে কেউ ভাবেনি। গত খেলার পর বাংলাদেশের সর্বত্র এখন শোক দিবস। এ শোক কতদিন স্থায়ী হবে জানি না, তবে জাতীয় দলের খেলোয়ারদের প্রতি যে দেশের মানুষের আস্থা কিছুটা হলেও কমে গেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ অতীতেও অনেক বাজে ক্রিকেট খেলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দলের সাথে বিশাল ব্যবধানে হেরেছে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া তখন মুখের বুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এ পরাজয় দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

তাহলে কি আমরা বলব বাংলাদেশ তাদের সেই পুরনো দিনে (৯০এর দশকে) ফিরে গেছে? এটাই তাদের আসল পরিচয়? হতাশা আর রাগে জর্জরিত জাতির এ ধরনের সংলাপ ছুড়ে মারাটা বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ গত এক-দেড় বছরে শাকিব-তামিমদের কাছ থেকে একের পর এক সফলতা পেয়ে ক্রিকেটপ্রেমী বাংলাদেশিরা ক্ষণিকের জন্য হারতে প্রায় ভুলেই গেছে। শত সমস্যায় ভারাক্রান্ত দেশ ক্রিকেটের মাধ্যমে কিছুটা হলেও প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল। প্রায় দুই-তিন যুগের কঠোর সাধনায় দেশী-বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও কোটি কোটি মানুষের সমর্থনে গড়া আজকের এ জাতীয় দল ভেস্তে যাবে? শত রাগ মনে মনে পোষণ করলেও আমার মনে হয় না সত্যিকার ক্রিকেটপ্রেমী বা দেশপ্রেমী কেউ মন থেকে এমন বদদোয়া করবেন।

একটি দলের একটি বা দুটি ভাল খেলা দিয়ে যেমন বলা যাবেনা দলটি আসলেই একটি শক্তিশালী দল; তেমনি সে দলের দুয়েকটি বাজে পার্ফরম্যান্সেও বলা যাবে না এটি একটি খারাপ দল। আর একেই বলে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আনপ্রেডিক্টেবল খেলা। সেদিন বাংলাদেশের তারকা ব্যাটসম্যানদের একে একে পতন দেখে আমার ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডে পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ডের কথাই মনে হচ্ছিল। সে খেলায় ইমরান-মিয়াদাদ বাহিনী মাত্র ৭৪ রানে অল-আউট হয়েছিল। অথচ ঠিক একই দল একই দলের (ইংল্যান্ড) বিরুদ্ধে ফাইনালে বীরের বেশে বিশ্বকাপ জয় করে ইতিহাস গড়েছিল। যারা ক্রিকেট নিয়মিত অনুসরণ করেন তারা এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে তখনকার পাকিস্তান দল এখনকার চেয়ে কয়েকগুণ শ্রেয় এবং কনসিস্টেন্ট দল ছিল। তবুও তারা মাঠে কোনো বিশেষ দিনে হাজারো হাস্যকর ঘটনার জন্ম দিত, যা ছিল একেবারেই অনাকাঙ্খিত। অন্যদিকে, বর্তমান পাকিস্তান দলের একটি উদাহরণ টানা যাক। এ বিশ্বকাপে কানাডা নিঃশন্দেহে সবচেয়ে দুর্বলতম প্রতিপক্ষ। অন্যান্য খেলার তুলনামূলক পর্যালোচনায় পাকিস্তানের কানাডার বিরুদ্ধে যেখানে আরও ২০০ রান বেশি করে জেতার কথা, সেখানে মাত্র ৭ ওভার বাকি থাকতেই ১৮৪ রানে তাদের ইনিংস্ গুটিয়ে গিয়েছিল। এভাবে আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে।

গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ শক্তিশালী ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশাল ব্যবধানে পরাস্ত করলেও অধিকাংশ ক্রিকেট বোদ্ধা মনে করেন বর্তমান দল অতীতের যে কোনো দলের চেয়ে শক্তিশালী ও ব্যালেন্সড; এবং যদি দলটির ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের প্রতিটির সমন্বয় একসাথে ঘটানো যায়,

তাহলে এ দল যেকোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করতে সক্ষম। সম্প্রতি শক্তিশালী কিউইদের বিরুদ্ধে পরপর চার ম্যাচে ও দুটি টেস্টে জয়লাভই এর কিছু বাস্তব উদাহরণ। শুধু তা-ই নয় বিশ্বসেরা বোলার শোয়েব আখতার ও ইংল্যান্ডের উইকেট কিপার ব্যাটসম্যানের মতে বাংলাদেশও এবারের বিশ্বকাপে ফেভরিট। বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ঘিরে এত উচ্চাকাঙ্খা ও আশার আলো এমনিতেই জ্বলেনি। এটা তাদের পরিশ্রমের ফসল। বাংলাদেশের এখন কী করা প্রয়োজন? গত খেলার মাধ্যমে হারানো ভালবাসা, রাগ, যন্ত্রণা আর ঘৃণা মাথায় নিয়ে বাকি খেলাগুলো খেলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয়া? এতে অঘটনের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। আসলে বাংলাদেশকে এ থেকে তরিৎ শিক্ষা নিতে হবে। তাদেরকে আবার জয়ের ধারায় ফিরতে হবে। বিশ্বকাপই তাদের শেষ ঠিকানা নয়। বিশ্বকাপের পরপরই নিজ মাঠে তিনটি একদিনের খেলায় শক্তিশালী অজিদের মুখোমুখি হতে হবে। তাই টাইগারদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দলে কিছু পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইমরুল কায়েসের জায়গায় শাহরিয়ার নাফিসকে এবং রাজ্জাকের জায়গায় অল-রাউন্ডার মাহ্মুদুল্লাকে নামানো যেতে পারে। এতে লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিং শক্তি কিছুটা বাড়বে। তাছাড়া ব্যাটিং অর্ডারেও কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। টপ অর্ডারের পাঁচজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে চারজনই বাহাতি। ফলে প্রতিপক্ষ বোলাররা এ থেকে কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। বোলাররা যেমন প্রতিটি ডেলিভারিতেই লাইন ও লেন্থ বজায় রেখে একজন ব্যাটসম্যানকে পরাস্ত করতে উদ্যত, ঠিক তেমনি ক্রিজে থাকা ব্যাটসম্যানদেরও উচিত বোলারদের এ কৌশলকে প্রতিনিয়ত পরাস্ত করা। ক্রিজে ডানহাতি ও বাহাতি ব্যাটসম্যানের সমন্বয় থাকলে নিঃশন্দেহে যেকোনো বোলার এ বাড়তি সুবিধা থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত হয় এবং এ সুযোগ ক্রিজে থাকা ব্যাটসম্যানরাও পায়। কারণ একজন বোলার একজন বাহাতি ব্যাটসম্যানকে বল করার পর আবার পরবর্তী বলটি ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে একই মেজাজে বা স্বাচ্ছন্দে করতে পারে না। লাইন ও লেন্থ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা তার জন্য কিছুটা হলেও বাধা। সাধারণত উদ্বোধনী বোলাররা দলের অন্যান্য বোলারদের চেয়ে ভাল হয় এবং তারা নতুন বলের ব্যবহারও বেশ ভাল জানে। সেক্ষেত্রে উভয় দলেরই এ কৌশলগুলো মাথায় রেখে কাজ করা উচিত। মোটকথা, যেকোনো বোলারের জন্যই একই সময়ে ক্রিজে থাকা দুজন বাহাতি ব্যাটসম্যানদের বিপরীতে বল করার তুলনায় একজন ডানহাতি ও একজন বাহাতি ব্যাটসম্যানের বিপরীতে করা কিছুটা হলেও কঠিণ হয়।

ডানহাতি ব্যাটসম্যান রাকিবুলকে ওয়ান ডাউনে নামানো যেতে পারে। তাছাড়া, নাইম ইসলামের মতো ব্যাটসম্যানরাও এতো লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করে স্বাচ্ছন্দবোধ করছে না। ফলে তাকেও প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পরীক্ষামূলকভাবে টপ-অর্ডারে নামানো যেতে পারে। এ সমস্ত পরিবর্তনে দল সাধারণত ভালই করে। অষ্ট্রেলিয়া এভাবে ব্যাটিং লাইন আপে পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করেছে। আমরা এ বিশ্বকাপে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের দক্ষতা প্রথম দুটি খেলায় দেখাতে পারলেও কোনো একটি বিশেষ খেলায় তিনটির নৈপূণ্য একই সাথে প্রদর্শণে ব্যর্থ হয়েছি। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের লং পার্টনারশিপ গড়তে হবে। ৩০০ + রান করে অন্যান্য দলের মত দুনিয়াকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরাও প্রথম সারিরই আরেকটি দল। আমারও পাওয়ার প্লের যথাযথ ব্যবহার করতে জানি। আমরাও যেকোনো দলকে হারাতে সক্ষম। দলের সবাই প্রতি খেলায় ভাল খেলবে ক্রিকেটে এমন নজির কম, কিন্তু কোনো বিশেষ দিনে টপ-অর্ডার ফল করলে মিডল-অর্ডারকে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে মাঠে দীর্ঘক্ষণ থেকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। এভাবে ৫০ ওভার খেলতে পারলে বিশাল স্কোর না হলেও অন্তত নিখুঁত বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের মাধ্যমে খেলায় ফিরে আসা যায়।

গত খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল্ডিং সেট-আপ দেখে বাংলাদেশের ফিল্ডিংয়ের দুর্বলতম দিকগুলো বেড়িয়ে এল। আমার মনে হয়েছে মাঠে নামার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের প্রতিটি ব্যাটসম্যানদের ভালোভাবে স্টাডি করেছে, যার ফলাফল তারা প্রতিটি ওভারেই পেয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের জন্য যেন ফিল্ডিং নয় ফাঁদ পাতা হয়েছিল। প্রতিটি ব্যাটসম্যানের জন্যই ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন কৌশলে ফিল্ডারদের সেট করা হয়েছিল। সে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশেরও আগামী খেলায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামা উচিত। জিততেই হবে এমন আশা ও আস্থা অবশ্যই থাকা ভাল, তবে এর চেয়ে বেশি আস্থা রাখতে হবে নিজের স্বাভাবিক খেলোয়াড়ি মেজাজের প্রতি। প্রতিটি শট খেলার আগে ফিল্ডারদের প্লেসমেন্টটা একটু মাথায় রাখলে হয়তোবা অনেক বিপদই এঁড়ানো সম্ভব। শুধু এ সামান্য ভুলের জন্য আমাদের অনেক ব্যাটসম্যান আইরিশদের কাছেও নির্বোধের মত ধরাশায়ী হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ অনেক ইমোশনাল। তাই একটুতেই অনেক কিছু হয়ে যায়। তবে বর্তমান ক্রিকেটারদের এ মুহূর্তে বিভিন্ন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত। দল ভাল খেলে জিতলে যেমন সবাই তাদের মাথায় রাখে, দল হারলেও কিছু কথা শুনার ধৈর্য্যও থাকতে হবে। এটাই প্রকৃতি ও দুনিয়ার নিয়ম। এতদসত্ত্বেও, এ মুহূর্তে আমাদের সকলের উচিত ক্রিকেটারদের পাশে থাকা। সত্যিকার ক্রিকেটপ্রেমী তারাই যারা সুদিন ও দুর্দিনে পাশে থাকে। গত হারের পর আমরা সবকিছু হেরে বসেছি ভাবা ঠিক নয়। প্রতিটি ম্যাচ আমরা জিতবই এ গ্যারান্টি দুনিয়ার কোনো দলই আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। তবে আমার বিশ্বাস আগামী খেলাগুলোতে টাইগাররা আবারো গর্জে উঠবে এবং বিশ্বের কাছে তাদের সেরা দিকগুলোই তুলে ধরবে। কেউ না কেউ হাল ধরে দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে এ কামনা সকলেরই।

দুয়েকজন পাঠক মনে মনে ভাবতেই পারেন, আমি আবার ক্রিকেটে বিজ্ঞ হলাম কবে। আসলে ক্রিকেট বিশ্লেষক বা সমালোচক আমি নই, তবে ক্রিকেটের ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রতি ভালবাসা আছে অগাধ। জাতীয় দলে বা প্রথম সারির ক্রিকেট খেলার সৌভাগ্য না হলেও ৯০এর মাঝামাঝিতে ওই সময়ের জাতীয় দলের কিছু খেলোয়াড়ের সাথে এক দিনের কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল। উল্লিখিত মন্তব্যগুলো করেছি ক্রিকেটের প্রতি গভীর ভালবাসা ও খেলোয়াড়ি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই।

arifurk2004@yahoo.com.au